সাহিত্য অকাদেমির সত্যজিৎ স্মরণে গৌতম ঘোষ, সুবোধ সরকার। ছবি রাহুল সাধুখাঁ

ছোটগল্পের জাদু কিংবা সত্যজিতের সময় বিন্যাস

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হলো সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত দু'দিনের আলোচনা-সভা। সাহিত্য অকাদেমির নিজস্ব সভাঘরে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।

তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের আগে স্বাগতভাষণ দিলেন সাহিত্য অকাদেমির সচিব কে শ্রীনিবাসরাও। তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখলেন শুধুমাত্র সত্যজিতের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। সত্যজিতের গল্প নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি জোর দিলেন সত্যজিতের উল্লেখযোগ্য চরিত্র তৈরি করার প্রসঙ্গে। বিশেষ করে সত্যজিতের ছোট গল্পের শেষে নাটকীয় মোচড়কে তিনি তুলনা করলেন 'ও হেনরি টুইস্ট'-এর সঙ্গে। তিনি আনলেন 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' গল্পের প্রসঙ্গ এবং দ্বিধাহীনভাবে জানালেন স্পিলবার্গের 'ইটি' সত্যজিতের গল্প-নির্ভর। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি দিলেন, সেটি হলো সাহিত্য অকাদেমির লোগোটি সত্যজিৎ রায়েরই করা।

এরপর আলোচনা সভার বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'বেঙ্গলি অ্যাডভাইসরি বোর্ড'-এর আহ্বায়ক কবি-অধ্যাপক সুবোধ সরকার। তিনি জানালেন এই অনুষ্ঠান অনেক আগেই স্থির ছিল, কিন্তু কোভিড বিধির কারণে এতদিন হয়নি।

তাঁর ভাষণে তিনি সত্যজিৎকে অভিহিত করলেন সত্যিকারের রেনেসাঁ-ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তিনিও তাঁর ভাষণে সত্যজিতের সাহিত্য নিয়েই কথা বললেন বেশি। তাঁর মতে, সত্যজিতের সাহিত্য শুধু কিশোরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রাপ্তবয়স্ক মনকেও সেই সব গল্প অবলীলায় ছুঁয়ে যায়। সত্যজিতের প্রতিটি ছোট গল্পই তাঁর মতে একেকটি মূল্যবান রত্নবিশেষ।

সত্যজিৎ রায়

বক্তব্য রাখছেন গৌতম ঘোষ

গৌতম ঘোষ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে শুরুই করলেন বিস্ময় দিয়ে। তিনি বললেন, 'আমি তো ভেবেই পাই না তিনি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতেন কী ভাবে? একসঙ্গে অনেক-অনেক কাজ করতে পারতেন।'

গৌতম আমাদের মনে করিয়ে দিলেন যে সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা নিয়ে তিনি সিনেমা বানানোর পাশাপাশি গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেননি। পারিবারিক পত্রিকা 'সন্দেশ'কে নতুনভাবে টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টাতেই তাঁর গল্প লেখা শুরু। এ ভাবেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্পকার হয়ে ওঠা সত্যজিতের।

একদম শেষে 'কী-নোট লেকচার' দিলেন অধ্যাপক চিন্ময় গুহ। এক ঘণ্টা সময়ে তিনি খান চারেক ফিল্ম ক্লিপিং দেখিয়ে আলোচনা করলেন এবং আমাদের সম্মোহিত করে রাখলেন। সত্যজিৎ নিয়ে এমন আলোচনা এই শহরে শোনা যায় কালে-ভদ্রে। তাঁর লম্বা আলোচনায় তিনি ছুঁয়ে গেলেন সত্যজিতের চলচ্চিত্রের 'কুইন্টেসেনশিয়াল' বা সূক্ষ্ম অথবা অনিবার্য দিকগুলো, যে দিকগুলো চর্চিত হয়েছে পশ্চিমের দেশে বেশি।

সত্যজিতের ইমেজ বা দৃশ্যকল্পের যে অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা, যাকে ফরাসি সিনেপণ্ডিত আন্দ্রে বাঁজা চিহ্নিত করেছেন 'ইনার আই' হিসেবে, সেই সত্যজিতের ইমেজ এবং তার ডিটেল নির্মাণের পিছনে যে রয়েছে কালিদাস কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের প্রভাব সেটা স্পষ্ট করলেন তিনি। তিনি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে আনলেন সত্যজিতের এই ইমেজ বা সমগ্র দৃশ্য নির্মাণে অনুরণন বা রেজোন্যান্স কী ভাবে নিরন্তর বহমান সেই প্রসঙ্গ।

সাহিত্য অকাদেমির সভাঘরে দু'দিন ধরে আলোচনার বিষয় হিসেবে রয়েছে—সত্যজিৎ রায় এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব, 'রে'জ ইনোভেটিভ স্ট্র্যাটেজিস ইন দ্য আনফোল্ডিং অব হিজ ন্যারেটিভ' ইত্যাদি।

—অনিরুদ্ধ ধর